দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 APR 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

প্রশ্নপত্র ফাঁস ঃ রহস্যের জট খুলিবে কি?

রেজানুর রহমান ও আনোয়ার আল দীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কতিপয় শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। একটি সূত্রের মতে শুধু এইবার নয়, ইতিপূর্বেও কয়েকবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছে। কয়েকটি কোচিং সেন্টারও এই কাজে জড়িত। তবে ইহার কোন প্রমাণ নাই। কারণ এই ব্যাপারে কেহই মুখ (২য় পৃঃ দ্রঃ)

প্রশ্নপত্র

(১ম পৃঃ পর)

খোলে না। কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা কপি ও ফটোকপি অনেকের হাতে চলিয়া যায়। অথচ এই ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট কেহই মুখ খোলে নাই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে কলংকজনক এই ঘটনার সহিত জড়িত ব্যক্তিরা শাস্তি পাইবে কিনা, বলা মুশকিল। তবে বিশ্ববিদ্যালয় সুনাম হারানোর পাশাপাশি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। নূতন করিয়া এই পরীক্ষা গ্রহণ করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় হইবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা। উপরন্তু মাত্র ১৭ শত আসনের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে ১৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে পুনরায় ভর্তি পরীক্ষা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তাহারাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা পুরাপুরি স্বীকার না করিলেও জনমনে সন্দেহ দূর করার লক্ষ্যে পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করিয়াছেন। বিভিন্ন সূত্রের মতে, 'খ' ইউনিটের এই প্রশ্ন পত্র ফাঁসের ঘটনার মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে আরও ঘটনা ঘটিয়াছে। বিশেষ করিয়া বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই ঘটনা প্রকট।

ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। গোপনে এই প্রশ্নপত্র মুদ্রিত হয়। প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রের ৩টি করিয়া সেট থাকে। শুরু হইতে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্ন বিলি করা পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল রকমের গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা করা হয়। তবুও কেন এই সন্দেহ? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়, অর্থের লোভ, কোচিং সেন্টারগুলির প্রতি পরীক্ষার্থীদের আকর্ষণ বাড়াইতে প্রায়শঃই এই ধরনের অন্যায় কাজ সংঘটিত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অনেক শিক্ষক বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। কখনও ক্লাস নিয়া কখনও উপদেষ্টা হিসাবে তাহারা দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোচিং সেন্টারের খাতা কলমে তাহাদের নাম থাকে না। প্রায় প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরুর পূর্ব হইতে এইসব শিক্ষকসহ কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যস্তহইয়া পড়েন। খোঁজ শুরু হয় কোন্ শিক্ষক কোন্ বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহাকে 'ম্যানেজ' করার লড়াই শুরু হইয়া যায়। নির্দিষ্ট শিক্ষককে ম্যানেজ করা দুরূহ হইয়া পড়িলে অফিসার-কর্মচারীদের প্রতি নজর দেওয়া হয়। একটি সূত্র জানায়, ঢাকায় সচল প্রায় প্রতিটি কোচিং সেন্টারের সহিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক-কর্মকর্তার অলিখিত যোগাযোগ রহিয়াছে। অনেকে কাজ না করিয়াও মাঝে মাঝে টাকা পান।

কোচিং সেন্টার অথবা টিউশনী সংক্রান্ত কোন কর্মকাণ্ডে শিক্ষকবৃন্দ জড়িত হইতে পারিবেন কি-না, এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নির্দেশ নাই। একজন অভিভাবক জানান, সব ব্যাপারেই নির্দেশ থাকিতে হইবে, ইহা মনে করা উচিত নয়। দায়িত্ববোধের প্রশ্নটি মনে থাকিলেই কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এখনও প্রমাণিত না হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হইয়া পড়িয়াছেন। তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার পর এই বিষয়ে সরকারের গোয়েন্দা শাখার শরণাপন্ন হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি নূতন করিয়া পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগ শুরু হইয়াছে। তবে ঈদের পূর্বে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া ধারণা করা হইতেছে।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন পৃথক বিবৃতিতে ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছে, ইহার মাধ্যমে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রকৃতপক্ষেই ফাঁস হইয়াছিল। ছাত্র লীগের (শা-পা) সভাপতি এনামুল হক শামীম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বিবৃতিতে বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চরম দুর্নীতি ও ব্যর্থতার প্রমাণ। এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাসে কালিমা লেপন করিয়াছে। কাজেই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ইহার সহিত জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হইবে। অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছে ছাত্রলীগ (কা-চু), ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন ও জাতীয় ছাত্রদল।